সংবাদ

30 JUL 2012
পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ... ৩

রংপুর রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় — প্রথম পর্ব

ধার করা ভবনের পর নিজের ঠিকানায় সরব ক্যাম্পাস

লিয়াকত আলী বাদল, রংপুর

রংপুরে স্থাপিত স্বপ্নের বিদ্যাপীঠ বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মাত্র ৪ বছরে ঈর্ষণীয় সাফল্য অর্জন করেছে। ভাড়া করা বাড়িতে অফিস এবং ধার করা ভবনে ছাত্রছাত্রী ও কর্মকর্তাদের কার্যক্রম শুরু হলেও মাত্র ৩ বছরের ব্যবধানে নিজস্ব ক্যাম্পাসে শুরু হয়েছে শিক্ষা কার্যক্রম। ধুধু বালুময় ক্যাম্পাসে নির্মাণ হয়েছে বিশাল বিশাল ভবন। সেই সঙ্গে এখন চলছে অবকাঠামো নির্মাণের কাজ।

এই বিদ্যালয়ের ব্যাপারে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, নেপথ্যের কারিগর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. আবদুল জলিল মিয়ার কঠোর শ্রম আর দিন রাত পরিশ্রমের ফসল হিসেবেই স্বপ্ন রূপ নিয়েছে বাস্তবে। এখন বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব ক্যাম্পাস প্রায় সাড়ে ৩ হাজার ছাত্রছাত্রীর পদচারণায় মুখরিত। ৬টি বিভাগ নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের যাত্রা শুরু হলেও মাত্র ৩ বছরে তা ২০ বিভাগে উন্নীত হয়েছে।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, বহু প্রতীক্ষিত রংপুর বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের যাত্রা শুরু হয় ২০০৮ সালের ১২ অক্টোবর। রংপুর শহরের ধাপ এলাকায় ৩ তলা ভাড়া করা ভবনে উপাচার্যের অফিস ছিল। কাছেই টিচার্স ট্রেনিং কলেজের কয়েকটি কক্ষে পাঠদান শুরুর মাধ্যমে বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম শুরু। অবস্থা এমনি ছিল যে- এক বিভাগের ছাত্রছাত্রীদের ক্লাস শুরু হলে অন্য বিভাগের ছাত্রছাত্রীদের দাঁড়িয়ে সময় কাটাতে হতো। শিক্ষকদের বসার জন্য ছিল না পর্যাপ্ত জায়গা। এমনি সময় ২০০৯ সালের ৭ মে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধাবী শিক্ষক অধ্যাপক ড. আবদুল জলিল মিয়াকে রংপুর বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের দায়িত্ব প্রদান করা হয়। এরপর আর পেছনে তাকাতে হয়নি। শুরু হয়ে যায় এর অগ্রযাত্রা। তার কঠোর পরিশ্রম আর দায়িত্ব নিষ্ঠার কারণে প্রতিষ্ঠার মাত্র দেড় বছরের মাথায় শহরের মর্ডান মোড় এলাকায় নিজস্ব ক্যাম্পাসে শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হয়।

একাডেমিক কার্যক্রম : ২০০৯ সালের ৪ এপ্রিল প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক উপদেষ্টা অধ্যাপক আলাউদ্দিন বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন। নিজস্ব ক্যাম্পাসে শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হওয়ার পর এখন তা দেশের যে কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের চেয়ে কোন অংশে পিছিয়ে নেই। সেশন জটহীনভাবে কার্যক্রম এগিয়ে চলেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের এক কর্মকর্তা জানান, ৬টি বিভাগ দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের যাত্রা শুরু হলেও এখন মাত্র ৩ বছরে ২০টি বিভাগে উন্নীত হয়েছে। সবগুলো বিভাগ হচ্ছে যুগোপযোগী। প্রতি শিক্ষা বর্ষে একটি বিভাগে ৫০ জন বাকি ১৯টি বিভাগে ৬০ জন করে ছাত্রছাত্রী ভর্তি করে পাঠদান এগিয়ে চলেছে। সেমিস্টার পদ্ধতিতে নিয়মিত ক্লাস পরীক্ষা গ্রহণ করা হচ্ছে। এখন পর্যন্ত কোন সেশন জট নেই। সকাল সাড়ে ৮টা থেকে বিকেল সাড়ে ৫টা পর্যন্ত চলে পাঠদান। শিক্ষকরাও দায়িত্বে ছাত্রছাত্রীদের ক্লাস নেয়া থেকে পাঠদান করে চলেছেন। এখানে একটি বিষয় দেখার মতো শিক্ষক আর ছাত্র ছাত্রীদের মাঝে বন্ধুর মতো সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। নিয়মিত ক্লাসের বাইরেও শিক্ষকরা ছাত্রছাত্রীদের পাঠ দানে সহায়তা করে বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। আর এসব তদারকি করছেন সার্বক্ষণিকভাবে উপাচার্য ড. আবদুল জলিল মিয়া নিজে।